ফয়যানে রমযান ৬ষ্ঠ অংশ

জান্নাতের অভিনব গাছ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

জান্নাতের অভিনব গাছ

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** আরশের ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না, তিন ধরনের ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** আরশের ছায়ার নিচে থাকবে। আরয করা হলো: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা? ইরশাদ করলেন: (১) ঐ ব্যক্তি যে আমার উম্মতের কষ্ট দূর করে (২) আমার সুন্নাতকে জীবিতকারী (৩) আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারী।

(আল বদরুস সাফিরাত, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নফল রোযার ইহকালীন ও পরকালীন উপকারিতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফরয রোযা ছাড়াও নফল রোযারও অভ্যাস করা উচিৎ, কেননা এতে ইহকালীন ও পরকালীন অসংখ্য উপকার রয়েছে এবং সাওয়াবতো এতো বেশি যে, আর বলো না! মানুষের মন চায় শুধু রোযাই রাখতে থাকি। পরকালীন উপকারিতাগুলো হচ্ছে ঈমানের হিফাযত, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত অর্জন করাও অন্তর্ভুক্ত আর ইহকালীন উপকারিতার মধ্যে তো দিনের বেলায় পানাহারের সময় ও খরচাদি থেকে মুক্তি, পেটের সংশোধন এবং অনেক ধরনের রোগব্যাধি থেকে নিরাপত্তার উপায়। আর সকল সাওয়াবের মূল হচ্ছে যে, রোযাদারের প্রতি **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্ট হয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

রোযাদারদের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ

আল্লাহ পাক ২২তম পারার সূরা আহযাবের ৩৫নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصَّآئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۳۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারীগণ, স্বীয় লজ্জাস্থানের পবিত্রতা হিফাযতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের পবিত্রতা হিফাযতকারী নারীগণ এবং **আল্লাহ**কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারীগণ, এ সবার জন্য **আল্লাহ** ক্ষমা ও মহা প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন।

وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصَّآئِمٰتِ (**অনুবাদ:** আর রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারীগণ) এর তাফসীরে হযরত আল্লামা আবুল বরকাত আব্দুল্লাহ বিন আহমদ নাসাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এতে ফরয ও নফল উভয় প্রকারের রোযা অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত আছে: যে প্রতি মাসে **"আইয়ামে বীয"** (অর্থাৎ চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) এর তিনটি রোযা রাখে, তাদেরকে রোযা পালনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। (তাফসীরে মাদারিক, ২য় খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তায়ালা ২৯ পারার সূরা হাক্কার ২৪নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿۲۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আহার করো, পান করো তৃপ্তি সহকারে পুরস্কার সেটারই, যা তোমরা বিগত দিনগুলোতে প্রেরণ করেছো।

হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আয়াতে করীমার এই অংশ (বিগত দিনগুলোতে) এর আলোকে লিখেন: অর্থাৎ ইহকালীন দিনগুলো থেকে বিগত দিনগুলোতে বা ঐ দিনগুলোতে যা পানাহার থেকে বিরত

ছিলো এবং তা **রমযানুল মোবারকের** রোযার দিন আর অপরাপর সুন্নাত রোযার দিনগুলো যেমন; **"আইয়ামে বীয"** (অর্থাৎ চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ), আরাফার দিন (অর্থাৎ ৯ যুলহিজ্বাতুল হারাম), আশুরার রোযা, সোমবারের রোযা, বৃহস্পতিবার দিন এবং শবে বরাতের দিন ইত্যাদি। **(তাফসীরে আযীযী, ২য় খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা)**

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝ (বিগত দিনগুলোতে) দ্বারা উদ্দেশ্য রোযার দিন, এখন উদ্দেশ্য হলো, তোমরা খাও এবং পান করো, এর বদলে যে, তোমরা রোযার দিনগুলোতে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিতে নিজেকে পানাহার থেকে বিরতে রেখেছো। (সুতরাং জান্নাতে পানাহার করা দুনিয়ায় পানাহার থেকে বিরত থাকার বদলে হয়ে যাবে)

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

নফল রোযার ফযীলত সম্পর্কীত প্রিয় নবী ﷺ এর ১৩টি বাণী

১ জান্নাতের অভিনব গাছ

যে ব্যক্তি একটি নফল রোযা রাখলো, তার জন্য জান্নাতে একটি গাছ লাগানো হবে, যার ফল আনারের চেয়ে ছোট এবং আপেল অপেক্ষা বড় হবে, তা মধুর মত মিষ্টি এবং খুবই সুস্বাদু হবে, **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন রোযাদারকে সেই গাছের ফল খাওয়াবেন। **(মু'জামু কবীর, ১৮তম খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯৩৫)**

২ দোযখ থেকে ৪০ বছরের দূরত্ব

যে সাওয়াবের আশা রেখে একটি নফল রোযা রাখলো, **আল্লাহ পাক** তাকে দোযখ থেকে ৪০ বছরের (অর্থাৎ পথ চলার সমান) দূরত্বে রাখবেন।

(জমউল জাওয়ামেয়ে, ৭ম খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২২২৫১)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

৩ দোযখ থেকে ৫০ বছর সফরের দূরত্ব

যে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য একদিনের নফল রোযা রাখলো, তবে **আল্লাহ পাক** তার এবং দোযখের মাঝে একটি দ্রুতগতি সম্পন্ন বাহনের পঞ্চাশ বছরের পথচলা (অর্থাৎ দূরত্ব) পর্যন্ত দূর করে দেবেন।

(কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪১৪৯)

৪ পৃথিবীর সমপরিমাণ স্বর্ণের চেয়েও বেশি সাওয়াব

যদি কেউ একদিন নফল রোযা রাখে এবং পৃথিবীর সমপরিমাণ স্বর্ণ তাকে দেয়া হয়, তবুও এর সাওয়াব পরিপূর্ণ হবে না, এর সাওয়াব তো কিয়ামতের দিনই পাওয়া যাবে। (আবু ইয়ালা, ৫ম খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬১০৪)

৫ জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে

যে **আল্লাহ পাকের** পথে একদিনের ফরয রোযা রাখলো, **আল্লাহ পাক** তাকে জাহান্নাম থেকে এতো দূরে করে দেবেন, যতো দূরত্ব সাত যমীন এবং আসমানের মধ্যবর্তী রয়েছে। আর যে একটি নফল রোযা রাখলো **আল্লাহ পাক** তাকে জাহান্নাম থেকে এতো দূরে করে দেবেন, যতটুকু দূরত্ব যমীন এবং আসমানের মধ্যবর্তী রয়েছে। (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, ৩য় খন্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫১৭৭)

৬ কাক শিশুকাল থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত উড়তে থাকে এমনকি...

যে একদিনের রোযা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য রাখলো, **আল্লাহ পাক** তাকে জাহান্নাম থেকে এতো দূরে করে দেবেন যে, একটি কাক শিশুকাল থেকে উড়তে শুরু করলো এমনকি বৃদ্ধ হয়ে মারা গেলো।

(আবু ইয়ালা, ১ম খন্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯১৭)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

৭ রোযার ন্যায় কোন আমল নেই

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি আরয করলাম: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাকে এমন কোন আমল সম্পর্কে বলেন, যার কারণে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো।" ইরশাদ করলেন: "রোযাকে নিজের উপর অত্যাবশ্যক করে নাও, কেননা এর সমতুল্য কোন আমল নেই।" বর্ণনাকারী বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঘরে দিনের বেলায় মেহমানের আগমন ছাড়া কখনো ধোঁয়া দেখা যায়নি। (অর্থাৎ তিনি দিনে খেতেনই না, রোযা রাখতেন)।"

(আল ইহসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ৫ম খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪১৬)

৮ রোযা রাখো, সাস্থ্যবান হয়ে যাবে

صُوۡمُوۡا تَصِحُّوا۔ রোযা রাখো, সাস্থ্যবান হয়ে যাবে।

(মু'জামূল আওসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৩১২)

৯ হাশরের ময়দানে রোযাদারদের আনন্দ

কিয়ামতের দিন যখন রোযাদার কবর থেকে বের হবে, তখন তাদের রোযার গন্ধে চেনা যাবে, তাদের জন্য দস্তরখান বিছানো হবে এবং তাদের বলা হবে: "খাও! কাল তোমরা ক্ষুধার্ত ছিলে, পান করো! কাল তোমরা তৃষ্ণার্ত ছিলে, আরাম করো! কাল তোমরা ক্লান্ত ছিলে।" অতএব তারা পানাহার করবে এবং আরাম করবে, অথচ লোকেরা হিসাবের কষ্টে এবং পিপাসায় লিপ্ত থাকবে।

(জমউল জাওয়ামেয়ে, ১ম খন্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৬২)

১০...তখন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে

যে لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ পাঠ করে ইন্তিকাল করলো, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবং যে কোন একদিন **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখলো,

এতেই তার মৃত্যু হলো, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য সদকা করলো, এতেই তার মৃত্যু হলো, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৩৮)**

১১ যতক্ষণ রোযাদারের সামনে খাবার খাওয়া হবে

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে আম্মার বিনতে কা'আব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার এখানে তাশরীফ নিয়ে আসেন, আমি খাবার পেশ করলাম, তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমিও খাও!" আমি আরয করলাম: "আমি রোযাদার।" তখন ইরশাদ করলেন: "যতক্ষন রোযাদারের সামনে খাবার খাওয়া হয়, ফিরিশতারা সেই রোযাদারের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে।"

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৮৫)

১২ হাঁড় সমূহ তাসবীহ পাঠ করে

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ইরশাদ করলেন: "হে বিলাল (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)! এসো, নাস্তা করি।" তখন (হযরত সায়্যিদুনা) বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: "আমি রোযাদার!" তখন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমরা নিজেদের রিযিক খাচ্ছি আর বিলালের (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) রিযিক জান্নাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।" অতঃপর আবারো ইরশাদ করলেন: "হে বিলাল! তুমি কি জান যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রোযাদারের সামনে কিছু খাওয়া হয় ততক্ষণ তার হাঁড় সমূহ তাসবীহ পাঠ করে এবং ফিরিশতারা তাকে দোয়া দিতে থাকে।" **(ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৪৯)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

১৩ রোযাবস্থায় মৃত্যুর ফযীলত

"যে রোযাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, **আল্লাহ পাক** কিয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় রোযা লিখে দেন।" **(আল ফেরদৌস বিমাসুরিল খাত্তাব, ৩য় খন্ড, ৫০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৫৫৭)**

সৎকাজের সময় মৃত্যুর সৌভাগ্য

সৌভাগ্যবান হচ্ছে ওই মুসলমান, যে রোযাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো বরং যে কোন সৎকাজরত অবস্থায় মৃত্যু আসা ভাল বিষয়। যেমন; ওযু অবস্থায় বা নামাযরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা, মদীনার সফরাবস্থায় রূহ কবয হওয়া, হজ্ব পালনকালে মক্কায়ে মুকাররমা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا, মিনা, মুযদালিফা কিংবা আরাফাত শরীফে ইন্তিকাল করা, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরাবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া, এসবই মহান সৌভাগ্য, যা শুধুমাত্র সৌভাগ্যবানরাই অর্জন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নেক আকাঙ্ক্ষা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সায়্যিদুনা খায়সামা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: "সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এ বিষয়টিই পছন্দ করতেন যে, কোন ভালো কাজে, যেমন; হজ্ব, ওমরা, জিহাদ, রমযানের রোযা ইত্যাদি অবস্থায় মৃত্যু আসুক।" **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৪র্থ খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা)**

কালু চাচার ঈমান আলোকিত মৃত্যু

নেককাজ করা অবস্থায় মৃত্যুকে আপন করে নেওয়ার সৌভাগ্য শুধু ভাগ্যবানদেরই অংশ। এই বিষয়ে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মিলিত সুন্নাত ইতিকাফের একটি মাদানী বাহার শুনুন এবং সারা জীবন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিন। মদীনাতুল আউলিয়া আহমদাবাদ শরীফ (গুজরাট, ভারত) এর **কালু চাচা** (বয়স প্রায় ৬০ বছর) **রমযানুল মোবারকে**র (১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ ইং) শেষ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

দশদিন শাহী মসজিদে (শাহে আলম, আহমদাবাদ শরীফ) ইতিকাফকারী হয়ে গেলো। তিনি আগে থেকেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন কিন্তু আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাফ প্রথমবারই করছিলো। ইতিকাফে অনেক কিছু শিখার সুযোগ হলো এবং পাশাপাশি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ৭২ মাদানী ইনআমাত থেকে প্রথম সারিতে নামায পড়ার উৎসাহ প্রদানকারী দ্বীতিয় মাদানী ইনআমের উপর আমল করার যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করলো। দোসরা শাওয়ালুল মুকাররম তথা ঈদুল ফিতরের দ্বিতীয় দিন সুন্নাত প্রশিক্ষণের তিনদিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করলো। মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে আসার ৫/৬ দিন পর ১১ শাওয়ালুল মুকাররম ১৪২৫ হিজরী, ২৪ নভেম্বর ২০০৪ ইংরেজী তারিখে কোন কাজে বাজারে গেলে, ব্যস্ততাও ছিলো, কিন্তু দেরী হওয়াবস্থা প্রথম সারি না পাওয়ার সম্ভাবনায় ছিলো, তাই সব কাজ ছেড়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলো এবং আযানের পূর্বেই মসজিদে পৌঁছে গেলো, ওজু করে যখনই দাঁড়ালো সাথে সাথে পড়ে গেলো, কালেমা শরীফ ও দরূদ শরীফ পড়তে পড়তে তার রূহ দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে গেলো, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ। سُبْحٰنَ الله যার মৃত্যুর সময় কালেমা শরীফ পড়ার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যাবে, اِنْ شَآءَ الله কবর ও হাশরে তার তরী পার হয়ে যাবে। যেমনটি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার শেষ বাক্য لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩১১৬) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের আরো কিছু বরকতের কথা শুনুন: ইন্তিকালের কিছুদিন পর তার সন্তান স্বপ্নে দেখলো যে, মরহুম পিতা সাদা পোশাক পরিহিত মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে মুচকি হেসে হেসে বলছেন: **"বৎস! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে লেগে থাকো, কেননা এই মাদানী পরিবেশের বরকতে আমার উপর দয়া হয়েছে।**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

মওত ফযলে খোদা সে হো ঈমান পর,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
রাব্ব কি রহমত সে জান্নাত মে পাওগে ঘর,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রচন্ড গরমে রোযা রাখার ফযীলত (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু মূসা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে একটি সামুদ্রীক জিহাদে প্রেরণ করেন। এক অন্ধকার রাতে যখন নৌকার পাল উঠিয়ে দেয়া হলো তখন ঘোষণাকারী অদৃশ্য থেকে আওয়াজ দিলো: "হে নৌকা ওয়ালারা! দাঁড়াও! আমি কি তোমাদের বলবো না যে, **আল্লাহ পাক** নিজ দয়াময় দায়িত্বে কি নিয়েছেন?" হযরত সায়্যিদুনা আবু মূসা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: "যদি তুমি বলতে পারো, তবে অবশ্যই বলো।" সে বললো: "**আল্লাহ পাক** নিচ দয়াময় দায়িত্বে নিয়েছেন, যে প্রচন্ড গরমের দিনে নিজেকে **আল্লাহ পাকের** জন্য তৃষ্ণার্ত রাখলো, **আল্লাহ পাক** তাকে প্রচন্ড তৃষ্ণার দিনে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন।" বর্ণনাকারী বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু মূসা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর অভ্যাস ছিলো যে, প্রচন্ড গরমের দিনে রোযা রাখতেন।

(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, ২য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮)

কিয়ামতে রোযাদাররা খাবে

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন রাবাহ আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি একজন পাদ্রী থেকে শুনেছি: "কিয়ামতের দিন দস্তরখানা বিছানো হবে, সর্বপ্রথম রোযাদাররা তাতে খাবে।" (ইবনে আসাকির, ৫ম খন্ড, ৫৩৪ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আশুরার রোযার ফযীলত

আশুরায় সংঘঠিত ৯টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

﴾১﴿ আশুরার দিন (অর্থাৎ ১০ মুহাররামুল হারাম) হযরত সায়্যিদুনা নুহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নৌকা জুদী পাহাড়ে ভিড়ে। ﴾২﴿ এই দিনেই হযরত সায়্যিদুনা আদম সফিয়্যুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর অনিচ্ছাকৃত ভূলের তাওবা কবুল করা হয়েছে। ﴾৩﴿ এই দিনেই হযরত ইউনুস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সম্প্রদায়ের তাওবা কবুল করা হয়। ﴾৪﴿ এই দিনেই হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام জন্ম গ্রহণ করেন। ﴾৫﴿ এই দিনেই হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে সৃষ্টি করা হয়।[১] ﴾৬﴿ এই দিনেই হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও তাঁর সম্প্রদায়ের মুক্তি অর্জিত হয় এবং ফিরআউন নিজ গোত্রসহ ডুবে যায়।[২] ﴾৭﴿ এই দিন সায়্যিদুনা ইউছুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর কয়েদখানা থেকে মুক্তি অর্জিত হয়। ﴾৮﴿ এই দিনেই হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে মাছের পেট থেকে বের করা হয়।[৩] ﴾৯﴿ সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে তাঁর শাহজাদা ও সঙ্গী সাথী সহ তিনদিন ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত রাখার পর এই আশুরার দিনেই কারবালার বুকে অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে শহীদ করা হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. আল ফিরদাউস, ১ম খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৫৬।
২. বুখারী, ২য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩৯৭-৩৩৯৮।
৩. ফয়যুল কদীর, ৫ম খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭০৭৫।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

মুহাররমুল হারাম ও আশুরার রোযার ৬টি ফযীলত

﴾১﴿ **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**রমযানের** রোযার পর মুহাররমের রোযা উত্তম এবং ফরযের পর উত্তম নামায হলো **'সালাতুল লায়ল'** (অর্থাৎ রাতের নফল নামায)।" (মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬৩)

﴾২﴿ **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুহাররমের প্রতিদিনের রোযা এক মাসের রোযার সমান।"

(মু'জামুস সগীর, ২য় খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা)

মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام দিবস

﴾৩﴿ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا তাশরীফ আনলেন, ইহুদীদেরকে আশুরার দিন রোযারত অবস্থায় দেখে ইরশাদ করলেন: এটা কোন দিন যে, তোমরা রোযা রাখছো? আরয করলো: এটি মহত্বপূর্ণ দিন, এতে মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এবং তাঁর সম্প্রদায়কে **আল্লাহ পাক** মুক্তি দিয়েছেন আর ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ দিনে রোযা রাখেন, তাই আমরাও রোযা রাখছি। ইরশাদ করলেন: মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর অনুসরন করার ক্ষেত্রে তোমাদের তুলনায় আমরা বেশি হকদার এবং বেশি নিকটতর। তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেও রোযা রাখলেন এবং এর নির্দেশও দিলেন। (মুসলিম, ৫৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৩০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ হাদীসে পাক থেকে জানা গেলো যে, যেদিন **আল্লাহ পাক** কোন বিশেষ নেয়ামাত দান করেছেন, তার স্মৃতি বহন করা সঠিক ও পছন্দনীয়, কেননা এর মাধ্যমে ঐ মহান নেয়ামতের স্মরণ সতেজ হবে এবং

এর কৃতজ্ঞতা আদায় করার উপায়ও হবে, স্বয়ং কোরআনে আযীমে ইরশাদ করেন:

وَ ذَكِّرْهُمْ بِاَیّٰىمِ اللّٰهِ ؕ

(পারা- ১৩, সূরা- ইব্রাহীম, আয়াত- ৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তাদেরকে **আল্লাহ পাকের** দিন স্মরণ করিয়ে দাও!

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন যে, "بِاَیّٰىمِ اللّٰهِ ؕ" দ্বারা ঐ দিন উদ্দেশ্য, যাতে **আল্লাহ পাক** আপন বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন, যেমন; বনী ইস্রাইলের জন্য **'মান্না ও সালওয়া'** অবতরণের দিন, হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর জন্য নদীতে রাস্তা বানানোর দিন। এসব দিনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামতের দিন হচ্ছে, **সায়্যিদে আলম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **বিলাদত শরীফ** (পৃথিবীতে শুভাগমনের দিন) ও **মিরাজ শরীফের** দিনে **তাঁর** স্মৃতি ধারণ করাও এ আয়াতের বিধানভূক্ত। **(খাযায়িনুল ইরফান থেকে সংক্ষেপিত, ৪৭৯ পৃষ্ঠা)**

ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ ও দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুলতানে মদীনা মুনাওয়ারা, শাহানশাহে মক্কা মুকাররমা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **বিলাদত শরীফের** দিনের চেয়ে মহান কোন দিনটি "পুরস্কারের দিন" হবে? নিশ্চয় সকল নেয়ামত **তাঁরই** সদকায় অর্জিত এবং **তাঁর বিলাদতের** দিন তো ঈদেরও **ঈদ**। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** পক্ষ থেকে পৃথিবীর অগণিত স্থানে প্রতি বছর **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাঁকজমক সহকারে উদযাপন করা হয়। রবিউল আউয়াল শরীফের **১২তম** রাতে আজিমুশশান **ইজতিমায়ে মিলাদ** এর আয়োজন করা হয় এবং বিশেষকরে আমার সুধারণা মতে ঐ রাতে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় **"ইজতিমায়ে মিলাদ"** বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আর **মাদানী**

চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ঈদে মিলাদের দিন **"মারহাবা ইয়া মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" শ্লোগানে মুখরিত করে অসংখ্য **জুলুসে মিলাদ** বের করা হয়, যাতে লক্ষ লক্ষ আশিকানে রাসূল অংশগ্রহণ করে থাকে।

ঈদে মিলাদুন্নবী তো ঈদ কি ভি ঈদ হে,
বিল ইয়াকিঁ হে ঈদে ঈদা ঈদে মিলাদুন্নবী। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৮০ পৃষ্ঠা)

আশুরার রোযা

﴾৪﴿ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: "আমি **সুলতানে দোজাহান** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কোন দিনের রোযাকে অন্য দিনের উপর প্রাধান্য দিয়ে উৎসাহ দিতে দেখিনি; কিন্তু আশুরার দিনের ও **রমযান** মাসের রোযা ব্যতীত।" (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০০৬)

ইহুদীদের বিরোধীতা করো

﴾৫﴿ **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আশুরার দিনের রোযা রাখো আর এতে ইহুদীদের বিরোধীতা করো, এর পূর্বে বা পরেও এক দিনের রোযা রাখো। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১ম খন্ড, ৫১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৫৪) **আশুরার** রোযা যখনই রাখবে, তখন এর সাথে ৯ কিংবা **১১ মুহাররামুল হারামের** রোযাও রেখে নেয়া উত্তম।

﴾৬﴿ হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমামূলক ইরশাদ হচ্ছে: আমার **আল্লাহ পাকের** প্রতি ধারণা রয়েছে যে, আশুরার রোযা এক বছর পূর্বের গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। (মুসলিম, ৫৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬২)

সারা বছর ঘরে বরকত

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৬৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"ইসলামী জিন্দেগী"** এর ১৩১ পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুহাররমের ৯ ও ১০ তারিখ রোযা রাখলে অনেক সাওয়াব পাওয়া যাবে, সন্তান সন্ততির জন্য ১০ **মুহাররম** ভাল ভাল খাবার রান্না করুন তবে اِنْ شَآءَ الله সারা বছর ঘরে বরকত থাকবে। উত্তম হচ্ছে যে, খিচুড়ী রান্না করে হযরত শহীদে কারবালা সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নামে ফাতিহা করা খুবই উপকারী, কার্যকর ও পরীক্ষিত। **(ইসলামী জিন্দেগী, ১৩১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কবরের মধ্যেও সাওয়াব

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যখন মানুষ মারা যায় তখন তার সাথে নেক আমলের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় কিন্তু তিনটি আমলের সাওয়াব সে মারা যাওয়ার পরও লাভ করে থাকে। (১) সদকায়ে জারীয়ার সাওয়াব (২) ঐ জ্ঞানের সাওয়াব যার দ্বারা লোকজন উপকৃত হয়েছিল (৩) নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোআ করতে থাকে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ ১/৬০ পৃষ্ঠা হাদীস ২০৩)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

কবরের মধ্যেও সাওয়াব

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন মানুষ মারা যায় তখন তার সাথে নেক আমলের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় কিন্তু তিনটি আমলের সাওয়াব সে মারা যাওয়ার পরও লাভ করে থাকে। (১) সদকায়ে জারীয়ার সাওয়াব (২) ঐ জ্ঞানের সাওয়াব যার দ্বারা লোকজন উপকৃত হয়েছিল (৩) নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করতে থাকে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ ১/৭০ পৃষ্ঠা হাদীস ২০৩)

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net